সংবাদ

তারিখ 27 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

আধুনিক মানের ল্যাবরেটরি গড়ে ওঠেনি বিজ্ঞান অনুষদে

আজহার রহমান

আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা এবং উচ্চমানের শিক্ষা ও গবেষণার জন্য সরকার তৎকালীন জগন্নাথ কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রূপান্তরের দুই বছর পার হলেও এখন পর্যন্ত বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলোতে আধুনিকমানের ল্যাব গড়ে ওঠেনি। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা তো দূরের কথা রাজধানীর মানসম্পন্ন কোন কলেজ ল্যাবের মতোও সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। অথচ প্রত্যেক বছরই ল্যাব ফিসহ ব্যবহারিক ক্লাসের নামে অতিরিক্ত ফি নিচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

অভিযোগ রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অফিস থেকে বিজ্ঞান অনুষদের ল্যাব উন্নয়নের জন্য বারবার তাগিদ দিলেও তা আমলে নিচ্ছেন না ওই অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানরা। পর্যাপ্ত ল্যাব সুবিধা না পেলেও ব্যবহারিক পরীক্ষায় নম্বর কমিয়ে দেয়ার ভয়ে শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে তেমন মুখ খুলছে না শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। তবে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর মো. আবু ইউসুফ জানিয়েছেন, বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের ল্যাব উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম চলছে। তখন হয়তো ব্যবহারিক কাজের জন্য শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান ল্যাব সমস্যা দূর হবে।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ৮টি বিভাগের মধ্যে ৫টি বিভাগ- পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূগোল ও পরিবেশসহ প্রতিটি বিষয়ে তত্ত্বীয় পরীক্ষা ছাড়াও ব্যবহারিক অংশ রয়েছে। অথচ এ বিষয়গুলোর ওপর সম্মান পর্যায়ের মানসম্পন্ন গবেষণা ও ব্যবহারিক ক্লাসের মানসম্পন্ন কোন ল্যাব নেই। পাশাপাশি অন্য বিষয়গুলোতে তেমন ব্যবহারিক অংশ না থাকলেও এ বিষয়গুলোর ওপর শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয়ভিত্তিক মানসম্মত বিভিন্ন জার্নাল থাকা জরুরি হলেও কোন বিভাগেই তা রাখার ব্যবস্থা নেই।

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, বিজ্ঞান অনুষদের কয়েকটি বিভাগে নামমাত্র ল্যাবরেটরি থাকলেও সেখানে নেই প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল। কিছু যন্ত্রপাতি থাকলেও তা হয়ে পুরনো। ল্যাবরেটরি কক্ষের আয়তন এত ছোট যে শিক্ষার্থীর পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা নেই। রসায়নবিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবে ক্রমে আছে ময়লা-আবর্জনা। এখানে প্রয়োজনীয় কোন কেমিক্যাল, যন্ত্রপাতি নেই বললেই চলে। অভিযোগ রয়েছে, কোর্স পরীক্ষা ছাড়া কোন ব্যবহারিক ক্লাস হয় না। আর শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষায় নম্বর পেতে জিম্মি থাকতে হয় বিভাগীয় শিক্ষকদের কাছে। ফলে এ অনুষদের শিক্ষার্থীরা নানাভাবে পিছিয়ে পড়ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রাণীবিদ্যা বিভাগের এক ছাত্র বলেন, বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের যে ধরনের ব্যবহারিক উপকরণ সুবিধা প্রয়োজন তার নিকি ভাগও নেই এখানে। তাছাড়া প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার নম্বর নিয়ে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করেন। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষায় নম্বর পেতে হলে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করতেও তারা পিছপা হন না অনেক শিক্ষক। ২০০২-'০৩ শিক্ষাবর্ষের তৃতীয় বর্ষের সমস্যা ফাইনাল পরীক্ষার মধ্যেকার দেখা গেছে, বিজ্ঞানের অনেক ছাত্রছাত্রী ব্যবহারিক পরীক্ষায় ফেল করেছে। এ ফলাফলে কেবল প্রাণীবিদ্যা বিভাগেরই ৪০ ভাগ পরীক্ষার্থী ব্যবহারিক পরীক্ষায় ফেল করেছে। এরপরও বিজ্ঞান অনুষদে ল্যাব উন্নয়ন ও ব্যবহারিক ক্লাসের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেনি কর্তৃপক্ষ।

বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে, ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল, যন্ত্রপাতি নেই। নেয়া হয় না পর্যাপ্ত ব্যবহারিক ক্লাস। এতে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলোর সমাধান করতে তাদের কষ্ট হয়। ফলে এর সমাধান খুঁজতে ছাত্রছাত্রীরা অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করে বাধ্য হচ্ছে প্রাইভেট পড়তে। তাছাড়া শুধু ল্যাব সমস্যাই নয়। বিজ্ঞান অনুষদে বিভিন্ন বিভাগে মানসম্মত বিজ্ঞানের তেমন কোন বই নেই। আর নয় মাস ধরে বন্ধ রয়েছে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, এতে শিক্ষার্থীরা বিপাকে রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, শিক্ষকরা নিয়মিত ব্যবহারিক ক্লাস না নিলেও প্রাইভেট পড়ানো থেকে পিছপা হন না। ব্যবহারিক নম্বরের আশায় শিক্ষার্থীরাও তাদের বিভাগের শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য হচ্ছে। যা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে বেমানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানো নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করলে বর্তমানে গোপনে প্রাইভেট পড়ানো হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের শর্ত দেয়া হচ্ছে বিষয়টি গোপন রাখার জন্য।

এ ব্যাপারে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর মো. আবু ইউসুফ 'সংবাদ'কে জানান, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর হওয়ায় এ প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানের ল্যাবগুলো এখনও কলেজ মানের রয়ে গেছে। তবে আমরা এর উন্নয়নের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

তিনি বলেন, বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন ল্যাব উন্নয়নের জন্য ৭০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। শিগগিরই এ টাকা দিয়ে বিভিন্ন বিভাগের ল্যাবের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, কেমিক্যাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হচ্ছে। তখন শিক্ষার্থীদের ল্যাব সমস্যা অনেকটাই কমে আসবে।

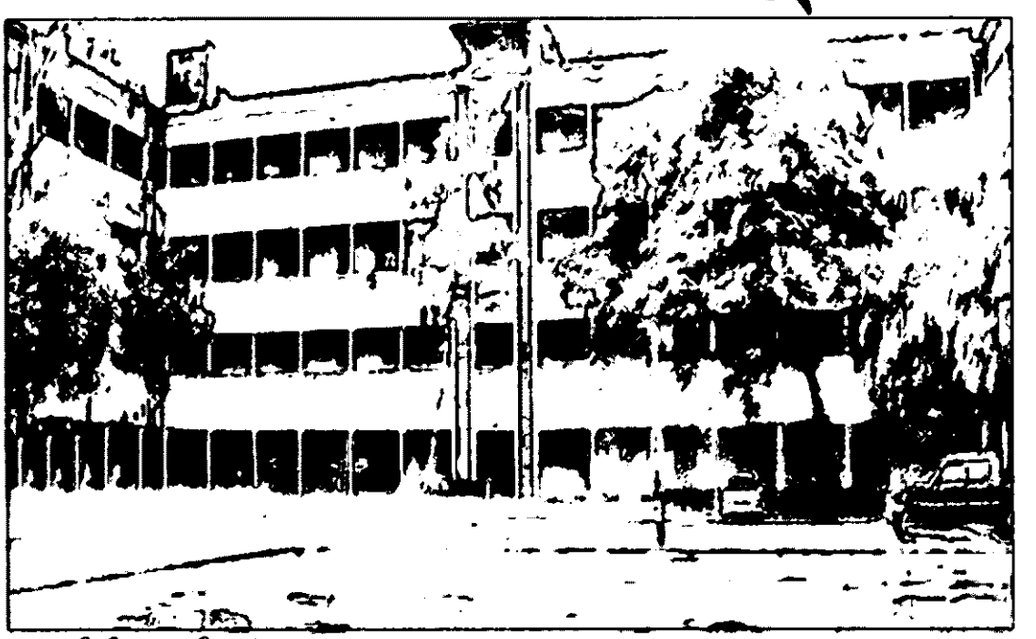

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবন -সংবাদ